Sustainable development (2017 --- 2018)

Episode : S & T Development, growth of population & Natural resources consumption Pattern.

রচনাঃ - সায়েন্সকমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে অনুপমা সেনগুপ্ত।

চরিত্রঃ– মানসী, তপন, শিবানি, সত্য, অভয়া, ড্রাইভার, পাড়াপ্রতিবেশি

দৃশ্য ১

(রাস্তায় লোকজন ও গাড়ির আওয়াজ ... একটা ট্যাক্সি এসে থামে ...)

মানসী– এইখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানেই থামবে ওই শপিং মলের সামনে ... কত হল দাদা?

ড্রাইভার– মিটারে যা উঠেছে তার ওপর আরও কুড়ি টাকা বেশি দেবেন ম্যাডাম ...

মানসী– এই এক হয়েছে আজকাল ... সব সময় বেশি টাকা চাইবেন আপনারা ...

ড্রাইভার– কি করব বলুন পেট্রলের যা দাম হয়েছে ... বেড়েই চলেছে ... সব দিয়ে টিয়ে দিনের শেষে আর কটা টাকাই বা থাকে !! আমাদেরও তো সংসার আছে ... যা পাই তাতে পোষায় না

মানসী– এত লোক ট্যাক্সি চড়ে তাতেও আপনাদের হয়না বলছেন,আশ্চর্য!

ড্রাইভার- কি করব বলুন দেখছেন তো কি জ্যাম ... গাড়ি নড়তেই

চায়না ... চারটে ট্রিপের জায়গায় দুটো ট্রিপ করতে পারি ... বড়জোড় মেরেকেটে তিনটে ট্রিপ হয় ... লস হয়ে যায় বড্ড !!

মানসী- ঠিক আছে ঠিক আছে, নিন যা নেবেন নিন ... আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে ... (স্বগত উক্তি) এভাবে আর বেশি দিন চলতে পারেনা... মনে হয় সব যেন একদিন মুখ থুবড়ে পড়বে ... (গাড়ির দরজা খোলা বন্ধর শব্দ... পুলিশের "এখানে গাড়ি দাঁড় করাবেন না চলুন চলুন" উক্তি)

মানসী- ইশ কত দেরি হয়ে গেল ... তপন, শিবানি ওরা সব নিশ্চয় এসে গেছে ... এই গেটের কাছেই তো দাঁড়াবার কথা ... উম কোথায় ওরা ... দেখি একটু ... ... (মোইবাইল বেজে ওঠে ...)

মানসী- হ্যালো হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো ... কে তপন? বল ...তোরা কোথায়?

তপন- শোন না, মানসী সোজা ওপরে চলে আয় ।। চার তলায়,হ্যাঁ হ্যাঁ ফুডকোর্টে আমরা আছি সবাই ... চলে আয় চলে আয় ...

মানসী- আসছি, আসছি ... (দেখা হওয়ার আনন্দ আভিব্যাক্তি)

শিবানি- কিরে দেরি হল কেন ?

মানসী- আর বলিস না কি জ্যাম রাস্তায় তার ওপর আবার ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে বচসা ... কিন্তু সত্যদা আর অভয়া বৌদিকে দেখছিনা যে ওরা কই?

তপন- ওরা একটু বাড়ির কাজে আটকে পড়েছে ... আজ আর তাই আসতে পারবেনা ... তা তোর ড্রাইভারের সঙ্গে কি নিয়ে বচসা হলরে? বাড়তি টাকা চেয়েছে ... তাই তো?

মানসী- ই-য়ে-স, তা, তুই কি করে জানলি?

তপন- আরে এটাই তো এযুগের সমস্যা বা এযুগের ডিমান্ড... অর্থ ... অর্থ চাই... টাকা ... বুঝলি টাকা চাই

শিবানি- টাকা কার না চাই বলত... বেঁচে থাকতে গেলে টাকা লাগবেই ... আর সেটা উপার্জন করতে গেলে চাই কাজ বা জীবিকা ...

মানসী- একদম ঠিক ... লক্ষ করেছিস আজকাল জীবিকারও যেন দিগন্ত খুলে গেছে ..আসলে কাজের সুযোগ বেড়েছে ...

শিবানি- রাস্তায় রাস্তায় সারি সারি খাবারের দোকান, জামা কাপড়ের দোকান, সব জায়গাতেই তো লোক লাগছে কাজ করার জন্য, তাছাড়া বড় বড় হোটেল, পর্যটন ব্যাবস্থার প্রসার সবেতেই জীবিকার সুযোগ হয়েছে

তপন- তাতো হতেই হবে কারণ যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে তাতে করে সেটা অবধারিত এবং এটা বিশ্বজনীন পরিস্থিতি ... জানিস তো সমীক্ষায় বলে যে ভারত আর কয়েক বছরের মধ্যে জনসংখ্যায় প্রথম স্থানে থাকবে

মানসী- হুম তবে এটা মনে রাখিস সবদিক বিচার করলে ভারতের পক্ষে সেটা কিন্তু মোটেই 'জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' হবে না তা বলাই বাহুল্য!!

শিবানি- যা বলেছিস ... আমার না ভাবতেই কেমন জানি ভয় ভয় করে ... মনে হয় একটা অমোঘ টানে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি ... সেই অভিমন্যুর মত চক্রব্যূহর মধ্যে ঢুকে পড়েছি, পরিণাম বুঝতে পেরেও বের হতে পারছিনা ... (একটা বিশাদের পরিবেশ তৈরি হল)

তপন- জানিস আমার এক বন্ধু প্লেন থেকে আমাদের হাওড়াব্রিজের খুব সুন্দর একটা ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করেছিল; নদী, নদীর দুই পাড়ের দৃশ্য... ছবি হিসাবে অপূর্ব ... আর সঙ্গে এই কবিতাটাও দিয়েছিল...

“আমাদের চেনা নদী চলে আঁকে বাঁকে/ বৈশাখ মাসেতেও ভরা জল থাকে

ব্রিজ দিয়ে পার হয় ট্রাক, বাস গাড়ি/ দুইপাড়ে শুধু তার কংক্রিট বাড়ি”

মানসী- অসাধারণ লিখেছেরে ... বাপরে উন্নয়নের কি নির্মম সত্য দলিল!

শিবানি- হুম যা বলেছিস ... আর তার ফলে পরিবেশ, নদীর পাড়ের বাস্তুতন্ত্র কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছে সেটা বলাই বাহুল্য ...কিন্তু তাইবলে তো উন্নয়ন থেমে থাকতে পারেনা

তপন- এটাই হল ভাবার বিষয় .. ‘উন্নয়নের রূপরেখা’টা কি হবে, কেমন হবে সেটা নির্ধারণ করাটাই বড় কথা... উন্নয়নের জন্য বেঁচেথাকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আমাদের নির্ভর করতেই হবে তবে সে নির্ভরতা স্বার্থপরের মত ‘অধিকার’ বোধ থেকে করলে হবেনা ... এক্ষেত্রে তিনটি ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে ১) প্রকৃতির দান গ্রহণের কৃতজ্ঞতা বোধ ২) আগামী প্রজন্মের কাছে উত্তরদায়ী হবার দায়িত্ব বোধ ৩) বর্তমানের সব জীবকুলের প্রতি সহমর্মিতা ও মমত্ব বোধ ...

মানসী- এটা কিন্তু দারুণ বললি তপন ... এভাবে ভাবলে তো আর কোনও সমস্যাই থাকবে না... কিন্তু নানা কারণে সেটাই হয়ে উঠছেনা ...

শিবানি- এই জানিস নিজেকে না কেমন অপরাধী অপরাধী বলে মনে হছে, কারণ নিজের অজান্তে আমরা কিন্তু অল্প বিস্তর প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করি

তপন- এই অপরাধ বোধ যদি সকলের মধ্যে চারিত হত তাহলে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেত ... পরিবেশ ও জীবজগতের মধ্যে ভারসাম্যও রক্ষা পেত... যাইহোক এবার কিন্তু গলাটা একটু না ভেজালেই নয় ... দাঁড়া চায়ের অর্ডারটা দিয়ে আসি ...

মানসী- (চেঁচিয়ে) এই কিছু স্ন্যাক্সও বলিস ...

তপন- ঠিক আছে চিন্তা করিস না ... ...আনছি ...

শিবানি- দ্যাখ, এটা তো সবাই জানে যে প্রাকৃতিক সম্পদের মেইন সমস্যাটা হল এর বেশির ভাগটাই নন-রিনিউএবল বা সহজে আবার তৈরি করা যায়না বা তৈরি করাটা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ... যেমন বনজ সম্পদ, জলজ ও খনিজ সম্পদ ... তাছাড়া শক্তি ও খাদ্য উৎসেও ক্রমশ ঘাটতি দেখা দিচ্ছে ... ফলে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ এসেছে আমাদের সামনে

মানসী- আর একটা কি জানিস, অতীতের কিছু ব্যাপার বা উন্নয়ন মূলক কাজ যেমন নদী বাঁধ, কিছু বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অধিক ফলনের জন্য নানা রাসায়নিক ব্যবহার সবটাই এখন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে ...

শিবানি- হ্যাঁরে, এর দরুন আমাদের ভারতের বেশ কিছু নদী যেমন শুকিয়ে যাচ্ছে তেমনই আবার বর্ষাকালে বাঁধের জল ধারণ ক্ষমতার কথা ভেবে পরিস্থিতি অনুযায়ী জল ছাড়ার ফলে 'ম্যানমেড ফ্লাড' দেখা দিচ্ছে

মানসী- অথচ বড় বড় কলকারখানা, শিল্পতালুক এগুলি চালু রাখতে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন অত্যন্ত জরুরি ... এবং অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই প্রকল্পগুলি ঘিরে সারা দেশের কয়েক লক্ষ মানুষ লেগে আছেন তাঁদের রুজিরোজগারের আশায় ...

শিবানি- আর সেখানেই আমারা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি তাহলে 'সুস্থায়ি উন্নয়ন' বলতে আমরা কি বুঝব?

মানসী- (কৌতুক করে) কেন এই যে বিশাল শপিং মল, কত নামি দামি দোকান আর পকেটভর্তি টাকা নিয়ে কনজিউমার বা খরিদদারের দল একে কি উন্নয়ন বলবি না? ..... এদিকে দেখছিস কত লোক এসেছে এই ফুড কোর্টে?

(পাশেই একজন বলে ওঠে ম্যাডাম এই এক্সট্রা চেয়ারটা নিতে পারি? মানসী আর শিবানি একসঙ্গে বলে ওঠে 'না না ওটা আমাদের বন্ধুর চেয়ার ও খাবার আনতে গেছে' ... লোকটি 'সরি সরি' বলে চলে যায়)

মানসী– দেখলি তো লোকের তুলনায় চেয়ার কম ...

শিবানি– (হেসে) চাহিদা আর রিসোর্স বা মজুদ ভাণ্ডারে ভারসাম্য নেই

তপন– এই এই তোরা কি সব আলোচনা করে ফেললি আমায় ছাড়া? ওই ছেলেটা কে? ও কি বলছিল রে?

মানসী– তাড়াতাড়ি বসে পড় বসে পড় ... এখুনি তোর বসার চেয়ারটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল ... কত লোক দেখছিস না?

(চেয়ার টেনে বসার শব্দ)(খেতে খেতে কথা চলছে)

তপন– হ্যাঁ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে রাশ না টানলে আর কিছুদিন পর আলাদা করে দাঁড়াবার যায়গাটুকুও পাবনা (চায়ে চুমুক দিয়ে আঃ দারুণ)

শিবানি– (হেসে) ঘুরেফিরে সেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা এসে পড়ছে ...

তপন– চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সাধারণ মানুষের আয়ু যেমন বেড়েছে তেমনই বেড়েছে জন্মহার ... এদিকে রিসোর্স বা সম্পদ কিন্তু সীমিত সেকথা আমরা ভুলে গিয়ে বাড়িয়ে চলেছি আমাদের চাহিদা ...

মানসী– দেখ, সুস্থায়ি জীবনযাত্রার লক্ষে আয়ু বৃদ্ধি, জ্ঞান বৃদ্ধি ও উপার্জন বৃদ্ধি 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট' এর ইন্ডেক্স বা সুচক ধরা হয় আর সেদিক দিয়ে দেখলে আজকের 'জীবনযাত্রা'র পরিকাঠামো ও 'আর্থসামাজি্কপরিবেশ' মানগত বিচারে একশ তে একশ নম্বর পেয়েছে ... তাইনা?

শিবানি- হ্যাঁ তা পেয়েছে (চিন্তিত সুরে) হুম ... তার প্রমাণ তো চোখের সামনেই রয়েছে ... ওই দেখনা এক একজনের হাতে কতগুলি করে প্যাকেট ... ওরা যা যা কিনেছে তার কতটা সত্যি একান্ত দরকারি আর কতটা শখের জন্য কে জানে?

মানসী- আমার না মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এইসব ক্রেতাদের ইনটারভিউ নি মানে জাস্ট ওই প্রশ্নটা করি ...

তপন- (হাসতে হাসতে)তাহলে তোর কপালে কিন্তু দুঃখ আছে ...

শিবানি- যা বলেছিস ... নেহাত মহিলা বলে হয়ত মারবেনা কিন্তু গালাগাল দিয়ে ভুত ভাগিয়ে দেবে...। হা হা হা (সবাই হাসি).....

তপন- আজকাল একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস খুব তাড়াতাড়ি জিনিস পত্র 'অচল','অকেজ' বা অবসলিট (obsolete) আখ্যা পায় ... কোনও কিছু খারাপ হলে তার 'পার্টস' পাওয়াই যায়না ... সারিয়ে নিয়ে আবার ব্যবহার করা মানে যাকে বলে 'রিইউজ' করা সে আর হয়না ... আজকাল তো 'ইউজ এন্ড থ্রো' পলিসির রমরমা ...

মানসী- তাই আবার নতুন কেনা হয়, তার জন্য আসে নতুন কাগজের বা পিজবোর্ডের বাক্স যা কিনা আমরা ফেলেই দেই...

তপন- অথচ জাস্ট প্যাকিং এর জন্য সেই বাক্সগুলি তৈরি করতে নষ্ট হয়েছে কত বনজসম্পদ ... এই যে বললি না 'ইউজ এন্ড থ্রো পলিসি' এটা তো সম্পন্ন দেশগুলির বাণিজ্যিক নীতি ...

শিবানি- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে উৎপাদন বাড়িয়ে ভবিষ্যৎ জীব জগতের জন্য বিপদ সঙ্কেত বাজিয়ে বড় বড় সংস্থা ও কোম্পানিগুলি লাভের অঙ্ক গুনছে... দেশে বিদেশে কজন সেটার তোয়াক্কা করে বলতে

পারিস?

তপন- নারে, এই সমস্যা নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা হচ্ছে বইকি নাহলে ‘পরিবেশ বান্ধব’ ‘সবুজ পৃথিবী’ ‘সবুজ জীবন পথ’ এই কথাগুলির চল হতনা ... সুইডেনের মত দেশ ‘জিরো ওয়েস্ট’ বা ‘শুন্য বর্জ’র আখ্যা পেতনা অবশ্য সেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৪ জন লোকের বাস যেখানে ভারতে সেই সংখ্যাটা ৪৫৫ ... তাহলে আমাদের বিপদটা কোথায় সেটা বুঝতে পারছিস?

মানসী- আর এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে লোকসংখ্যা বাড়ার ফলে সমাজে অপরাধের প্রবণতা বেড়েছে, দূষণ বেড়েছে আর কমেছে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ... নে এবার ওঠ বাড়ি ফিরব ... চল চল ...

(তপনের মোবাইল বেজে ওঠে ...)

তপন- হ্যালো হ্যালো কে ? একটু জোরে বলুন ..... ও ও সত্যদা বলুন ... শুনতে পাচ্ছি ...

সত্য- শোনো আজ তো তোমাদের সাথে দেখা হলনা ... কাল সবাই চলে এস ... সারাদিন কাটিয়ে যেও , অভয়া বার বার বলছে, এস কিন্তু ...

তপন- আচ্ছা আমি মানসী আর শিবানির সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানিয়ে দেব ... ওরা না গেলেও আমি ঠিক যাব ... চিন্তা করবেন না এখন রাখছি ... এখানে মাঝে মাঝে কথা কেটে কেটে যাচ্ছে ... রাখছি

শিবানি- এই আমরা না গেলেও মানে? আমরাও যাব ... কিরে মানসী যাবি তো?

মানসী- সে আর বলতে? ...

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

দৃশ্য ২

(সত্য ও অভয়ার বাড়ি ... সকলে হৈ হৈ করছে ..)

তপন- সত্যদা, কাল আপনাকে আমরা খুব মিস করছিলাম

সত্য- আরে কাল হটাত করে পাড়ায় এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল ...

সকলে- কি কি হয়েছিল সত্যদা?

সত্য- সে এক কাণ্ড ... সকালে বসে কাগজ পড়ছি এমন সময়

(ফ্ল্যাশব্যাক ... দরজায় কি ধাক্কা ও বহিরাগতদের ডাকাডাকি ... এফেক্ট)

বহিরাগত- ও দাদা, সত্যদা, শিগগির বাইরে আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন

সত্য- কিরে কি হয়েছে?

বহিরাগত ১- পাশের বাড়ির পিছন দিকে ঘরের দেওয়ালে একটা অশ্বত্থ গাছ বেশ কিছুদিন হল গজিয়েছে এবং বেশ ডালপালাও ছড়িয়েছে ... সেটা এখন জলের পাইপের সাথে জড়িয়ে সেটাকে ফাটিয়ে দিয়েছে, সব জল পড়ে যাছে তাই সেটা কাটার দরকার হয়ে পড়েছে অতএব লোক ডাকা হয়েছে...

বহিরাগত ২- সে গাছটা কাটতেও সুরু করেছিল .. কিন্তু হটাত তার হাত থেকে কাটারিটা পড়ে গিয়ে নীচে দাঁড়ানো পরেশের গায়ে পড়েছে

বহিরাগত ৩- একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড... এখুনি হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে ... (অনুনয় করে) আপনি একটু চলুন ... তার ওপর পরেশের মা নানা কথা বলছে ... আমাদের যা তা বলছে ... অভিশাপ দিচ্ছে ...

সত্য- চল চল দেখি ... (মিউজিক)

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

দৃশ্য ৩

অভয়া- সত্যি কাল একটা দিন গেছে বটে ...

তপন- ছেলেটি এখন কেমন আছে?

সত্য- এখন ভাল আছে, তবে অনেকটা কেটেছিল তো বেশ ডিপ করে তাই রক্ত দিতে হয়েছিল আর কাল রাতটা সেইজন্য হাস্পাতাল থেকে আর ছাড়েনি ... কাল যখন তোমাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম তখন আমি হাস্পাতালেই ছিলাম ...

মানসী- আচ্ছা বৌদি, কালকের ঘটনার মাঝে পরেশের মা এর কি একটা অভিশাপ টভিশাপের ব্যাপার বলছিলেন সেটা কি?

অভয়া- ওহ হো, সেটা হল ও বলছিল যে বট, অশ্বত্থ, পিপুল এসব গাছ কাটতে নেই ... কাটলে অভিশাপ লাগে আর সেই অভিশাপের ফলেই এই দুর্ঘটনা ...

শিবানি- এ-মা- সে কি!! এ তো কুসংস্কার ... কোনও মানে হয়?

অভয়া- না শিবানি এর মধ্যে একটু ভাবার ব্যাপার আছে ... দেখ আজ আমরা যে বাস্তুতন্ত্রর কথা বলি সে তো বহুকাল আগে থেকেই আছে ... আর এই ধরণের গাছগুলি তো নানা ধরণের পাখি, কাঠবিড়ালি, মৌমাছি ও অনেক ছোটো ছোটো প্রাণীদের বাসস্থান হয়ে ওঠে... তাছাড়া এই সব গাছের তলায় ক্লান্ত পথিক থেকে শুরু করে বহু জীব আশ্রয় নেয় তাই এই সব গাছ কাটলে অনেক বড় স্বার্থে আঘাত করা হবে একথা ভেবেই হয়ত

মানুষকে অভিশাপের ভয় দেখানর রীতি প্রচলিত ছিল যাতে গাছ কাটা থেকে বিরত হয় ... কারণ অতীতেও মানুষ প্রয়োজনে গাছ কাটত আর ভুলে যেত যে কাটতে কয়েক ঘন্টা লাগলেও বীজ থেকে মহিরুহ হয়ে উঠতে সময় লাগবে কম করে পঞ্চাশ বছর ...

তপন- তার মানে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতির পিছনেও যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ছিল কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তার উপস্থাপনাটা ছিল অন্য রকম ...

মানসী- সত্যি তো এভাবে তো কখনো ভেবে দেখিনি ... হুম, যুক্তি দিয়ে সচেতনতা না আনতে পারলেও অভিশাপের ভয় দেখিয়ে তা করা হত ....

অভয়া- তবে এখানে দেয়ালের ওপর গজিয়ে ওঠা গাছকে কাটতেই হত তা না হলে অন্য অসুবিধার সৃষ্টি হত ...

অভয়া- একদম ঠিক ... (একটু থেমে) আচ্ছা অনেক তো কথা হল, এবার শিবানি, মানসী তোমরা একটু আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এস ... চা টা গুলি নিয়ে আসবে চল

মানসী- চলুন বৌদি ... (বিস্মিত গলায় বলে ওঠে) ওমা ... এখানে জানালায় কি সুন্দর সবুজের সমারোহ ... আরে লাল লাল টম্যাটোও হয়েছে

শিবানি- বাঃ কি সুন্দর! কি কি গাছ হয়েছে এখানে বৌদি ?

অভয়া- পেঁয়াজ, গাজর, পালংশাক, টম্যাটো, লেটুস আর ধনেপাতা ...

মানসী- এটা খুব ভাল বুদ্ধি।। আজকাল তো বেশির ভাগ সব ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকা হয় ... আর ছোটো ছোটো পরিবার তাই রান্নার জন্য এই প্রয়োজনীয় অরগ্যানিক সব্জিগুলি নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারা যায়...

অভয়া- মানসী! শুধু পারা যায় বললে তো চলবে না, পারতেই হবে ... কারণ অরণ্যর মত জমিও কমতে শুরু শুরু করেছে ... আর সেও কমছে মানুষেরই কারণে ... ভুলে গেলে চলবে না যে বন, জল ও খনিজ সম্পদ এবং শক্তি-উৎস ও খাদ্য-উৎস গুলির মত ভূমিও আজ বিপন্ন ...

শিবানি- নতুন নতুন রাস্তা ও ঘর বাড়ি তৈরির জন্য এমনকি কারখানার জন্যও জমি অধিগ্রহণ আজকাল আর কোনও নতুন কথা নয় তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ নিজের নিজের ছোটোখাটো প্রয়োজনের জন্য বাজারের ওপর নির্ভর না করা ... তাহলে সুস্থায়ি উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদেরও কিছু অবদান থাকবে ...

(পাশের ঘর থেকে সত্যদা চেঁচিয়ে ডেকে ওঠেন)

সত্য- আরে চা আনতে গিয়ে সব গেলে কোথায়?

অভয়া- (চেঁচিয়ে) এইতো হয়ে গেছে ... আনছি ... মানসী ওই কাঁচের কাপগুলি নিয়ে চল ..... এই নাও তোমার চা ...

মানসী- (কাপ নাড়াচাড়ার শব্দ, চা ঢালার আওয়াজ)... এই নে তপন সাবধানে ধর, কাঁচের কাপ পড়েগেলে ভেঙ্গে যাবে

তপন- বৌদি শোলার কাপ নেই? সত্যি তো এগুলি তো ভেঙ্গে যেতে পারে

অভয়া- না তপন আমরা প্লাস্টিক ব্যাগের মত শোলার কাপ ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছি কারণ এই কাপ ব্যবহারে অপচনশীল বর্জর পরিমাণ খুব বেড়ে যায় যা কিনা মাটি ও জল সম্পদকে নষ্ট করে দেয় ...

(বাড়ির সামনে এসে একজন ফেরিওয়ালা হাঁক দেয় ..... "বালাপোষ করাবেন বালাপোষ")

অভয়া- (চেঁচিয়ে বলে) একটু দাঁড়াবে ভাই (দরজা খোলার শব্দ)

ফেরিওয়ালা- এইযে মা আমি আছি

অভয়া- তুমি যেমন বলে গিয়েছিলে সেই কথা মত আমি চারটে সুতি শাড়ি রেখেছি ... একটু বস আমি নিয়ে আসছি ... কবে দেবে বালাপোষ?

ফেরিওয়ালা- সামনের সপ্তাহে দিয়ে যাব ... তখন টাকা নেব

অভয়া- (ঘরে ঢুকে তপন, মানসীদের দিকে তাকিয়ে বলে)

তোরা চা খা আমি এখুনি আসছি .....

শিবানি- (হেসে) বৌদি কি যে করছে কে জানে(কৌতুকের সুর)

সত্য- বুঝতে পারলেনা শিবানি ? তোমার বৌদি পুরান জিনিস ফেলে না দিয়ে রিসাইকেল করে কাজে লাগাচ্ছে ...

শিবানি- জিনিসটা কি হবে?

সত্য- কি হবে সেটা বৌদিকেই জিজ্ঞাসা করো ... তবে জিনিসটা খাসা হয় ... খুব আরামদায়ক ...

মানসী- তাই নাকি? ওই তো বৌদি এসে গেছে ...

তপন- সুস্থায়ি উন্নয়নের জন্য তোমার এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাই (সকলে হেসে ওঠে)

(চা খেতে খেতে)

তপন- আচ্ছা সত্যদা এবার আপনাদের ক্লাবের বিজ্ঞান মেলা হবে না?

সত্য- হবে না কিরে? তোড়জোড় তো শুরু হয়ে গেছে, প্রতিবারের মত পোস্টার,মডেল,বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা ডিবেট সবই আছে ...
তপন- এবারে মেলায় তোমাদের মূল বিষয় আর স্লোগান কি সত্যদা ?

সত্য- মূল বিষয় হল 'বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উন্নয়ন' আর স্লোগান হল 'রূপোলী রেখার লক্ষে' ...

সকলে- বাঃ খুব সুন্দর

সত্য- পছন্দ হয়েছে তোদের?

সকলে- খুব খুব অর্থবহ হয়েছে ...

সত্য- সেটা তোরা বুঝতে পারছিস কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়ন মানেই হল হাতে বেশ টাকা থাকবে যা দিয়ে সে সুখ সাচ্ছন্দ ও আরাম কিনে নিতে পারে ..... যেন সেটা তার অধিকার

অভয়া- কিন্তু সেই অধিকার সে তখনই পেতে পারে যখন সে তার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবে ... এই ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনের সতর্ক ও কঠোর দৃষ্টি ভঙ্গি থাকতে হবে ।

সত্য- জনগণের মনে সকলকে নিয়ে চলার মনোভাবটা জাগিয়ে তুলতে হবে, সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা সঠিক না হলে কি কৃষিকাজ কি বিদ্যুত প্রকল্প সবই ব্যার্থ হবে ...

মানসী- সারা বিশ্বে ভারত একমাত্র দেশ যে তার মাটির তলার জলের নব্বই শতাংশ জল চাষ বাস করা ও খাদ্য উৎপাদন করার কাজে ব্যয় করে; কাজেই নিখুঁত পরিকল্পনা ছাড়া যে কোনও সময়ে পুরো ব্যাপারটাই বিপর্যয়ের আকার নিতে পারে ...

সত্য- আর একটা কথা, আমাদের প্রয়োজন ও লোভের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখতে হবে তবেই আমরা আমাদের লক্ষে পৌঁছতে পারব।

অভয়া- উপভোক্তারা যাতে চিরাচরিত শক্তি ভাণ্ডার ও অপ্রচলিত শক্তিউৎসকে সঠিক ভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারেন তারজন্য সঠিক শিক্ষাটাও খুব জরুরি ...

তপন- শিল্পক্ষেত্র হোক বা কৃষিক্ষেত্র হোক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে যেন সাযুজ্য থাকে এটা বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে তাছাড়া প্রকৃত জ্ঞান, সঠিক মানসিকতা এবং দক্ষতাই আমাদের সমাজকে সুদৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পারে

সত্য- (হাততালি দিয়ে) বাঃ বাঃ তপন তুই তো দারুণ দারুণ পয়েন্ট বলেছিস ... আমার কি মনে হয় জানিস এবারের বিজ্ঞান মেলায় তুই তোর কথাগুলি তুলে ধর ... অনেক ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা আসবে তাদেরকে green path এ পরিচালিত করাটাও সুস্থায়ি উন্নয়নের পক্ষে এক বিরাট পদক্ষেপ , সে দায়িত্ব আমাদের সকলকেই ভাগ করে নিতে হবে।

xxxxxxxxxxxxxxxx